আলোকিত বাংলাদেশ

প্রকাশ: ১২:০০:০০ AM, বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ১০, ২০১৬

আশরাফ চান পিএসসির আর্থিক স্বাধীনতা

আমিরুল ইসলাম

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের মতোই বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) আর্থিক স্বাধীনতা চান জনপ্রশাসনমন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম। বিষয়টি তিনি অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন। এছাড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো আর্থিক বরাদ্দ সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদনে বিলম্ব করায় তিনি ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

২৬ অক্টোবর জনপ্রশাসনমন্ত্রী এক আধাসরকারি পত্রে অর্থমন্ত্রীকে জানান, পিএসসি একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার আর্থিক স্বাধীনতার বিষয়টি সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত। একই ধরনের আর একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান আছে, তা হলো বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে এরই মধ্যে বরাদ্দকৃত বাজেটের মধ্যে ব্যয় বিভাজনের আর্থিক স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে, অর্থ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে বরাদ্দকৃত বাজেটের মধ্যে অর্থ বিভাজনের ক্ষমতা দিয়ে যে প্রশংসার কাজটি করেছে, অনুরূপভাবে একই ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনকেও বরাদ্দকৃত বাজেটে বিভাজনের স্বাধীনতা দেয়ার অনুরোধ করছি। জনপ্রশাসনসহ বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের বাজেট অনুবিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের বরাদ্দকৃত বাজেটের সব টাকা অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া ব্যয় করা যায় না। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে যেসব খাতের বরাদ্দ তারকা চিহ্নিত করা থাকে, তা ব্যয়ের আগে অর্থ বিভাগের অনুমোদন নেয়া বাধ্যতামূলক। অনুমোদন ছাড়া এ খাতের টাকা ব্যয় করলে অডিট আপত্তি হবে। যে কর্মকর্তা এ খাতের টাকা অর্থ বিভাগের অনুমোদন ছাড়া ব্যয় করবেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে ওই অর্থ খরচের হিসাব দেবেন। সে ক্ষেত্রে পিএসসি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। সুতরাং পিএসসির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থও ব্যয়ের আগে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। পিএসসিকে সেই বাধ্যবাধকতা থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়ার জন্য অর্থমন্ত্রীকে আধাসরকারি পত্র দিয়েছেন সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম। আরেকটি আধাসরকারি পত্রে সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম অর্থমন্ত্রীকে জানান, পিএসসি একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের মর্যাদা যথাক্রমে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং সচিবদের সমপর্যায়ের। তাদের বেতন-ভাতা ও অন্য সুবিধাদি আইন দিয়ে নিশ্চিত করা হয়েছে। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এরই মধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় পিএসসির চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের জন্য প্রিভিলেজ স্টাফদের মঞ্জুরি দিয়ে অফিস আদেশ জারি করেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় দীর্ঘদিন থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ে বিষয়টি বিবেচনার অপেক্ষায় আছে। আইনের ও মর্যাদার বিষয় তথা প্রাপ্যতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে জরুরি ভিত্তিতে জনপ্রশাসনের মঞ্জুরির আলোকে এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি দেয়ার জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানান, নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন দরকার হয়। কিন্তু তারা সিদ্ধান্ত দিতে প্রয়োজনীয় সময়ক্ষেপণ করছে বলে মনে হচ্ছে। বিষয়টি জনপ্রশাসনমন্ত্রী অর্থমন্ত্রীকে লিখিত আকারে জানালেন।

আলোকিত বাংলাদেশ সম্পাদক ও প্রকাশক : কাজী রফিকুল আলম । সম্পাদক ও প্রকাশক কর্তৃক আলোকিত মিডিয়া লিমিটেডের পক্ষে ১৫১/৭, গ্রীন রোড (৪র্থ-৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১২০৫ থেকে প্রকাশিত এবং প্রাইম আর্ট প্রেস ৭০ নয়াপল্টন ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক বিভাগ : ১৫১/৭, গ্রীন রোড (৪র্থ-৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১২০৫। ফোন : ৯১১০৫৭২, ৯১১০৭০১, ৯১১০৮৫৩, ৯১২৩৭০৩, মোবাইল : ০১৭৭৮৯৪৫৯৪৩, ফ্যাক্স : ৯১২১৭৩০, E-mail : info@alokitobangladesh.com, alokitobd7@gmail.com, alokitobdad@gmail.com

Print